বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বপ্রান্তে ৫০৯৩ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত গিরিনির্ঝরিনী হ্রদ, নদী, পাহাড় পর্বত এবং অরণ্যের মায়াবী লীলা নিকেতন বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। এই পার্বত্য অঞ্চলটি ৩টি জেলায় বিভক্ত। এই তিনটি জেলা হলো রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা। স্মরণাতীত কাল থেকে এই পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য, রীতিনীতি, সমাজব্যবস্থা এবং ঐতিহ্যবাহী বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি নিয়ে বসবাস করে আসছে। এই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরা হলো- চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, লুসাই, পাংখোয়া, বম, খিয়াং, চাক ও খুমী। এ সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন এবং ঐ সকল সংস্কৃতিকে দেশের জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতধারার সহিত সম্পৃক্তকরণের উদ্দেশ্যে তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের স্মারক নং-F 2/49/76-(C)/500/7, Dhaka, Dated- 22/06/1976 মূলে ১৯৭৮খ্রিস্টাব্দে রাঙ্গামাটিতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এটি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে কার্যরত রয়েছে। বিগত ১২ এপ্রিল ২০১০খ্রিঃ তারিখ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন-২০১০ এর মাধ্যমে এই ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে রূপলাভ করেছে। বর্তমানে ইহা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে ইহার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে আসছে। এই ইনস্টিটিউটটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। ইনস্টিটিউটের ৪টি শাখা রয়েছে। যথা-(১) প্রশাসন ও অর্থ শাখা (২) সংস্কৃতি শাখা (৩) গবেষণা ও প্রকাশনা শাখা এবং (৪) জাদুঘর ও লাইব্রেরি শাখা। ইনস্টিটিউটের নিজস্ব জায়গায় **প্রশাসনিক ভবন**, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আধুনিক **অডিটরিয়াম ভবন,** ত্রিতলবিশিষ্ট **জাদুঘর ও লাইব্রেরি ভবন** এবং আধুনিক **অডিও রেকর্ডিং সেন্টার, ত্রিতলবিশিষ্ট মিউজিক ট্রেনিং সেন্টার কাম আর্টিস্ট হোস্টেল, উন্মুক্ত মঞ্চ ও ঐতিহ্যবাহী মাচাং হাউজ** নির্মিত হয়েছে।

ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী ঃ-

ক) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বসবাসরত প্রত্যেক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ইতিহাস, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তথা ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, কারুশিল্প, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, প্রথা, সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গবেষনা কর্মসূচি পরিচালনা করা

খ) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের জীবনধারা, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সমাজ ও সংস্কৃতির উপর সেমিনার, সম্মেলন ও প্রদর্শনীর আয়োজন এবং সেই সব বিষয়ে পুস্তক ও সাময়িকী প্রকাশনা এবং প্রামাণ্য চিত্র ধারণ ও প্রচার করা;

গ) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের জনগণকে জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতধারার সহিত সম্পৃক্ত করিবার লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও উৎসব উদযাপন, স্থানীয় শিল্পীদের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ঘ) আন্তঃজেলা সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি গ্রহণ করা;

ঙ) নিজ ও সরকারি সহায়তায় দেশে ও বিদেশে আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম তুলে ধরা;

চ) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী উৎসবসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা;

ছ) ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্য ও চারুকলার বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা;

জ) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সাংস্কৃতিক এবং নাট্য সংগঠনসমূহকে আর্থিক অনুদান এবং আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ও অসহায় শিল্পীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা;

ঝ) কৃতি ও বরেণ্য শিল্পীদের সম্মানী প্রদান করা;

ঞ) কৃতি ও বরেণ্য শিল্পীদের সম্মাননা প্রদান করা;

ট) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক উপকরণাদি সংগ্রহপূর্বক জাদুঘর স্থাপন করা;

ঠ) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধনে সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন;

ড) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পর্যটন শিল্প বিকাশে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;